অবশেষে ঢাকা কলেজ-আইডিয়াল কলেজের ‘শান্তি চুক্তি’, আসেনি সিটি কলেজ

ইত্তেফাক ডিজিটাল রিপোর্ট

প্রকাশ : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৪০

গ্রাফিক্স: ইত্তেফাক

রাজধানীর ঐতিহাসিক ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায়ই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনা ঘটে। কখনও কখনও তা ব্যাপক সংঘর্ষে রূপ নেয়। শিক্ষার্থীদের এই সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে যেমন বিপাকে পড়তে হয়, তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোরও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। ভোগান্তিতে পড়তে হয় রাস্তায় চলাচল করা সাধারণ মানুষদেরও।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

অবশেষে এই তিন কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমঝোতা করতে অভিনব উদ্যোগ নেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হক। আয়োজন করা হয় এক শান্তি চুক্তি অনুষ্ঠানের। সেখানে ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা একে অন্যকে ফুল দিয়ে এবং কোলাকুলি করে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করেন। তবে সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা এই শান্তি চুক্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেননি।

রোববার (৯ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১২টার দিকে ঢাকা কলেজের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই শান্তি চুক্তি অনুষ্ঠান। এ সময় দুই কলেজের দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর পাশাপাশি নিউমার্কেট থানার ওসি এ কে এম মাহফুজুল হক, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস, আইডিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মুহাম্মদ রেযওয়ানুল হকসহ কলেজ দুটির অন্যান্য শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

আইডিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মুহাম্মদ রেযওয়ানুল হক বলেন, 'তিন কলেজের শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে মারামারির জন্য একে অন্যকে দায়ী করে। আসলে এর জন্য দায়ী মোবাইল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক কলেজের শিক্ষার্থীরা অন্য কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ট্রল করে, যা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। তাই খারাপ দিক বাদ দিয়ে মোবাইল ফোনের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। খারাপভাবে ব্যবহার করা যাবে না। আজকে দুই কলেজের মধ্যে যে মিলন হলো, সেটি যেন অব্যাহত থাকে।

এ সময় তিনি ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষকে আইডিয়াল কলেজের বিরুদ্ধে করা একটি মামলা তুলে নেয়ার আহ্বান জানান।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস বলেন, আজকের দিনটি আমাদের জন্য খুবই আনন্দের। জুলাই অভ্যুত্থানে আমরা দেখেছি তিন কলেজের শিক্ষার্থীরা কীভাবে আন্দোলন করে ফ্যাসিবাদ বিদায় করেছে। পরে তারা আবার একসাথে ত্রাণ দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মধ্যে আবার বৈরী সম্পর্ক তৈরি হলো। সাম্প্রতি এই ঘটনাটি প্রতিনিয়ত ঘটছিল, যার কারণে যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের বিপাকে পড়তে হচ্ছিল। এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার। তাই নিউমার্কেট থানার ওসি এই উদ্যোগ নিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, 'আমরা সম্প্রীতি বজায় রাখতে চাই। আগামী দিনে আমাদের মধ্যে যেন আর কোনো বিরোধ না ঘটে, সেই প্রত্যাশা রাখি। পাশাপাশি আমাদের মধ্যে এখন যেহেতু বিরোধের অবসান ঘটেছে, তাই ওসি সাহেবকে মামলাটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ওসি মাহফুজুল হক বলেন, আমি নিউমার্কেট থানায় যোগদানের পর দেখেছি ঢাকা কলেজ, আইডিয়াল কলেজ, সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকদিন পরপর মারামারি হয়। কী কারণে মারামারি হয়, সেটা তারাও জানে না। আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসব মারামারির ঘটনা ঘটে। পরে তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম, তারা নিজেরা সমঝোতা করতে রাজি। তাই আজকের এই আয়োজন। আমি আশা করি, এই মেলবন্ধন বজায় থাকবে।

উল্লেখ্য, প্রেম, উস্কানিমূলক কথা বা তুচ্ছ বিষয় কেন্দ্র করে গত এক বছরে ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তত ১৫ বার বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বহুবার উদ্যোগ নিয়েও সমাধান করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে এবার এ শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সহিংসতার সংস্কৃতি থামার আশায় রয়েছেন সবাই।